শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও যোগাযোগ

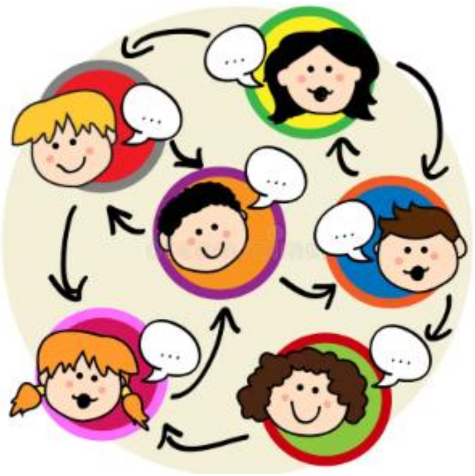

যোগাযোগ

আমাদের অনুভূতি, চাহিদা, আকাঙ্খা ইত্যাদি অন্যের কাছে প্রকাশ করার নামই যোগাযোগ। যোগাযোগের মাধ্যমে সবার মাঝে সুন্দর বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শুধুমাত্র মুখে বলে বা লিখে নয়, আরো বিভিন্নভাবে আমরা যোগাযোগ করে থাকি। খাবারের ঘ্রাণ, কোনো কিছুর স্পর্শ, কল থেকে পানি পড়ার শব্দ, মুখের অভিব্যক্তি, শরীরের নড়াচড়া সবকিছুই কোনো না কোনো অর্থ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়।

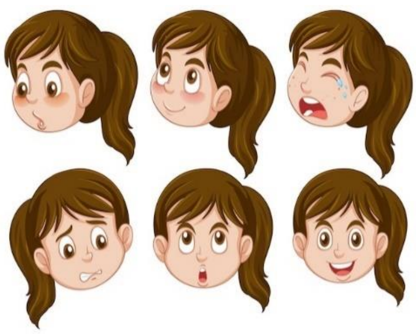

বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও যোগাযোগ

যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে যোগাযোগের বাধা মোকাবেলা করার একটি সাধারণ কৌশল হচ্ছে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো আরো বেশি করে ব্যবহার করা। যেমন একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শুনে এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। কিন্তু শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দুই দিক থেকেই বাধার মুখোমুখি হন এবং সাধারণ কৌশল ব্যবহার করে এই বাধাগুলো মোকাবেলা করা প্রায় অসম্ভব। এই কারনে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এমনকি এক এক ব্যক্তির জন্য কৌশলও একেক রকম হয়ে থাকে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় নিচে উল্লেখ করা হলো-

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে

যোগাযোগের

বিভিন্ন উপায়

ইশারা ভাষা

চোখের সামনে ইশারা করা

স্পর্শ ইশারা ভাষা

আঙ্গুলের মাধ্যমে বানান
বা ফিঙ্গার স্পেলিং

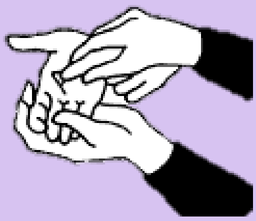

হাতের তালুতে লেখা

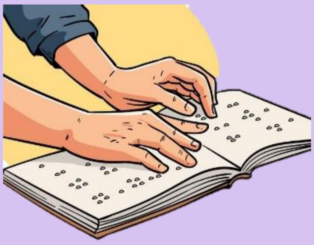

কথা বলা

ব্রেইল

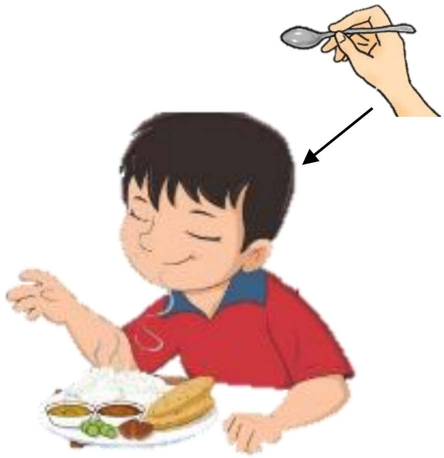

অঙ্গভঙ্গি

নির্দেশনা

প্রতীক বা সংকেত (চামচ দিয়ে খাবার

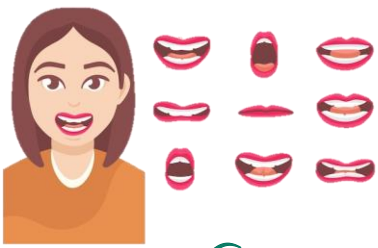

স্পর্শ

যোগাযোগ কিভাবে গড়ে ওঠে

লিপ রিডিং বা ওষ্ঠপাঠ

জন্মের পর থেকেই কান্না, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুরা প্রথমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সেই সাথে আশেপাশের পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করার উপায় শিখতে এবং তা অনুসরণ করতে থাকে।

কিন্তু একটি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর বেলায় চারপাশের পরিবেশ থেকে তথ্য পাবার সুযোগ খুবই সীমিত। সে অন্য শিশুর মত আশেপাশে কি হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছে না, অন্যরা যে কথা বলছে এবং যোগাযোগ করছে সেটাও সে শুনতে পাচ্ছে না; তার বিছানা ছাড়া আশেপাশের জগতের কোনো অস্তিত্ব তার কাছে নেই বা থাকলেও তা খুবই ঝাপসা।

সে না পারছে তার চাহিদা বুঝাতে, না পারছে সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি বুঝতে ও অনুসরণ করতে। এক্ষেত্রে তাকে সবকিছু বোঝানো, শিখানো ও অভ্যস্থ করে তুলতে অনেক সময়, সাধনা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। সেই সাথে যদি অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা থেকে থাকে তাহলে বিষয়টা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু যখনি কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে তখনি ইতিবাচক সাড়া দিতে হবে।
- শিশুকে যতটা সম্ভব তার পছন্দের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশে শিশু তার ইন্দ্রিয়গত চাহিদা অন্য কোন উপায়ে পূরণ করছে তা খেয়াল করতে হবে এবং সেটা কাজে লাগাতে হবে।
- শিশুকে শিখন ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিশুর দক্ষতা অনুযায়ী যোগাযোগের এমন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে যা তার জন্য সহজ ও মানানসই। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণও ঘটানো যেতে পারে।

- যোগাযোগ যেন একপক্ষিক না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'যা বলছি তাই করো' এমন মনোভাব না দেখিয়ে শিশুকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।
- যোগাযোগ প্রাসঙ্গিক হতে হবে। শিশু জানে না বোঝে না এমন বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করতে গেলে সে আগ্রহ হারাবে।
- যোগাযোগের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। বিভিন্ন মানুষের সাথে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে যোগাযোগ করার সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে।
- শিশুকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

****